চলচ্চিত্র ও কাজী নজরুল

ডাঃ শঙ্কর ঘোষ

কাজী নজরুলের জীবন ছিল বৈচিত্র্যে ভরা, একে দরিদ্র পরিবারের সন্তান, তার উপর শৈশবেই পিতৃহীন। ফলে দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম করতে হয়েছে কবিকে। একের পর এক পেশা পরিবর্তন করেছেন কবি এই সুবাদে। বাসুদেব কবিয়ালের দলে থাকার সময় কবিগান শিখতে হত নিয়মিত। গ্রাম্য লেটো গান তাঁকে বারবার আকর্ষণ করত। সাহিত্যের জগতে যখন প্রবেশ করলেন তখন শুধু কবিতা আর কবিতা, গান আর গান লিখে, হরেক পত্রিকা সম্পাদনা করে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এ সব তথ্য কম বেশি সকলের জানা। না জানা কিছু কথাই এবার শোনাব। তা হল নজরুলের বাংলা ছায়াছবির জগতে প্রবেশের কথা।

সাহিত্যিক হলে ছবির জগতে পারবে না, এমন কোনও মাথার দিব্যি নেই। নজরুলের সহপাঠী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এক সময়ের নামকরা চলচ্চিত্র পরিচালক। নজরুল কিন্তু এলেন বৈচিত্র্যের ডালি নিয়ে। ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারি ক্রাউন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল 'ধ্রুব' ছবিটি। এ ছবির পরিচালক নজরুল। তবে তিনি একা নন, যুগ্ম পরিচালক হলেন সত্যেন দে। দুই পরিচালকই এই ছবিতে অভিনয় করলেন। নজরুল দেবর্ষি নারদের চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। ছবির গীতিকার ও সুরকারও নজরুল। নাম ভূমিকায় মাঃ প্রবোধ অভিনয় করেছিলেন। পরিচালক প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মাণ করলেন 'পাতালপুরী' ছবিটি। বন্ধুর অনুরোধে গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে ছবির গানগুলি লিখলেন নজরুল, সুর রচনা করলেনও তিনি। তিনকড়ি কমলা ঝরিয়া, পরেশ বসু অভিনীত এ ছবি মুক্তি পেল ১৯৩৫ সালের ২৩শে মার্চ রূপবাণী, অরুণা, ভারতীতে। নরেশ সেনগুপ্তের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত হল 'গ্রহের ফের' ছবিটি পরিচালক চারু রায়। চিত্রনাট্যকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। অজয় ভট্টাচার্যের কথায় সঙ্গীত পরিচালনা করলেন নজরুল। ১৯৩৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রূপবানী, অরুণা, ভারতীতে ছবিটি মুক্তি পেল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রমলা দেবী, রবি রায় প্রমুখ অভিনয় করলেন এ ছবিতে।

স্বনামধন্য পরিচালক দেবকীকুমার বসুর অনুরোধে ছবির জন্য গল্প লিখলেন নজরুল। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির জীবন নিয়ে নির্মিত সে ছবির নাম 'বিদ্যাপতি'। কাহিনীকার নজরুল হলেও সুর রচনার দায়িত্ব পরিচালক দিলেন রাইচাঁদ বড়ালকে। নিউ থিয়েটার্সের হাতীমার্কা ব্যানারে নির্মিত সে ছবির শিল্পী তালিকা জমকালো। কাননদেবী, পাহাড়ী সান্যাল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, অমর মল্লিক, লীলা দেশাই ছিলেন শিল্পী তালিকায়। এ ছবি মুক্তি পেল ১৯৩৮ সালের ২রা এপ্রিল চিত্রা প্রক্ষাগৃহে। যে চিত্রা'র বর্তমান নাম মিত্রা। সবারে আমি নমি গ্রন্থে কানন দেবী স্বীকার করেছেন যে বিদ্যাপতি ছবিতে অনুরাধার চরিত্রটি নজরুলেরই অবদান। ১৯৩৮ সালেই মুক্তি পেল নজরুলের কাহিনি নির্ভর 'বিদ্যাপতি'র হিন্দী ভার্সন। শিল্পী তালিকা মোটামুটি অভিন্ন, অতিরিক্ত ছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর। এ ছবির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দেবকীকুমার বসু নজরুলকে দিয়ে আরেকটি গল্প লেখালেন। নজরুল গল্পও লিখলেন, গানও লিখলেন। ছবির নাম 'সাপুড়ে'। সুরকার রাইচাঁদ বড়াল। অভিনয়ে কানন দেবী, পাহাড়ি সান্যাল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মেনকাদেবী, প্রমুখ শিল্পী। এটিও নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে নির্মিত। ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৩৯ সালের ২৭শে মে চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে। নিউ থিয়েটার্স থাকাকালীন নজরুলের সঙ্গে কানন দেবীর যে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে কানন দেবী স্মরণ করেছেন তাঁর 'সবারে আমি নমি' গ্রন্থটিতে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিলেন প্রখ্যাত নট নরেশ মিত্র। রবীন্দ্রসঙ্গীতই ব্যবহৃত হয়েছিল, তবে আবহসঙ্গীত রচনা করেছিলেন নজরুল। দেবদত্ত ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এ ছবিতে রানীবালা, জীবন, রমলা, রাজলক্ষী দেবী, নরেশ মিত্র অভিনয় করেছিলেন। ছবির মুক্তির তারিখ ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুলাই চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে। বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যখন পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন 'নন্দিনী' ছবির মধ্য দিয়ে তখন নজরুলকেও ডেকে নিলেন ছবির গানগুলি লিখে দেবার জন্য। সুর দিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। বিরাট শিল্পী তালিকা। অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, সন্ধ্যারানী, প্রভাদেবী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ। ১৯৪১ সালের ৮ই নভেম্বর রূপবানী, অরুণা, ভারতীতে ছবিটি মুক্তি পেল। নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে আরেক সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় নির্মিত হল 'দিকমূল' ছবিটি, কাহিনিকার উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিক। গান লিখলেন নজরুল। ছবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ছবির নাম 'চৌরঙ্গী'। সে ছবির যুগ্ম সুরকারের একজন নজরুল, অপরজন দুর্গা সেন। পরিচালক সত্যেন্দ্র সুন্দর। ছায়া দেবী, জ্যোতিপ্রকাশ, প্রমীলা ত্রিবেদী, অমিতা বসু অভিনীত এ ছবির চিত্রনাট্যকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৮৪২-এর ১২ই সেপ্টেম্বর ছবিটি মুক্তি পেল রূপবানী, অরুণা, ভারতীতে।

'চৌরাঙ্গী'ই তাঁর শেষ ছবি। ছবির জগতের সঙ্গে এখানেই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক শেষ হয়। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট কলকাতা বেতার কেন্দ্রে ছোটদের আসরে দশ মিনিটের গল্প বলার অনুষ্ঠানে গল্প বলতে বলতে কবি থেমে গেলেন। তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন বাংলা ছবির প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। অনেক চিকিৎসা হল বটে কিন্তু বাংলার বিদ্রোহী কবি চিরকালের জন্য বাক্‌হারা হয়ে গেলেন। তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয়ে গেলেও যে গান তিনি লিখে গেছেন, সুর দিয়ে গেছেন তা ছবির প্রয়োজনে পরবর্ত্তীকালে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'দাদাঠাকুর' ছবিতে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ছবিতে 'চল চল চল উর্ধগগনে বাজে মাদল', দিলীপ রায়ের 'দর্পচূর্ণ' ছবিতে 'ভালো করে বিনোদ বেণী', পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের 'কপালকুন্ডলা' ছবিতে 'কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী,' অর্ধেন্দু সেনের 'সুশান্ত সা' ছবিতে 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি', বলাই সেনের 'সুরের আগুন' ছবিতে 'রুম ঝুম ঝুম ধুম', মানু সেনের 'বিরাজ বৌ' ছবিতে 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর', বিজয় চট্টোপাধায়ের 'বারবধূ' ছবিতে 'চোখ গেল চোখ গেল', দিলীপ রায়ের 'নীলকণ্ঠ' ছবিতে 'তোমার মহাবিশ্বে প্রভু', অরুন্ধতী দেবীর 'দীপার প্রেম' ছবিতে 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে', তরুণ মজুমদারের 'আগমন' ছবিতে 'শূণ্য এ বুকে পাখি মোর আয়', অঞ্জন চৌধুরীর 'আব্বাজান' ছবিতে 'উদার ভারত উদার ভারত' প্রভৃতি গানগুলি ছবির সম্পদ বিশেষ। তবে সব ছাপিয়ে নজরুলের একটি গানের অভূতপূর্ব ব্যবহার করেছিলেন দিলীপ রায় তাঁর 'দেবদাস' ছবিতে। এক বাদল রাতে মেস বাড়িতে চুনিলাল (উত্তমকুমার) গাইছেন গান 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে' (নেপথ্য কণ্ঠ মান্না দে), দেবদাসরূপী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছেন সে গান, এ হেন গানের ব্যবহারে সম্ভবত কোন তুলনাই নেই।